তৃণমূল নেতাদের বৈঠকে শেখ হাসিনা

পঞ্চদশ সংশোধনীর একমাত্র লক্ষ্য একনায়কত্ব

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে তাকে উদ্দেশ্যমূলক, অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত উল্লেখ করেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ভোট কারচুপি করে এ সরকার ক্ষমতায় এসে অগাধ অবৈধ অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে। এখন সেটা ভোগ করার লক্ষ্যে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে এই একনায়কসুলভ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই সংশোধনী। তিনি আরো বলেন, জিয়া ক্ষমতায় এসে যেভাবে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছেন তার স্ত্রী খালেদা জিয়াও একই কায়দায় সেনা সদস্যদের চাকরি খাচ্ছেন। ৫০/৬০ জন সেনা সদস্যের তালিকা করা হয়েছে চাকরিচ্যুতির জন্য। তাদের বা তাদের পরিবারের কি দোষ যে চাকরি হারাতে হবে। তিনি বলেন, আমি যখন ক্ষমতায় ছিলাম গোলাম আযমের ছেলে বা খালেদা জিয়ার বোনের ছেলেকে তো চাকরিচ্যুত করিনি। আমাদের মাঝে কোনো রাজনৈতিক হীনমন্যতা কাজ করেনি। অথচ এ সরকার নতুন করে সেনা সদস্যদের চাকরি খাওয়ার পাঁয়তারা করছে বিশেষ উদ্দেশ্যে।

আওয়ামী লীগের সিরাজগঞ্জ ও লালমনিরহাট জেলা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও প্রথম পৌর কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রারম্ভিক বক্তব্যে একথা বলেন শেখ হাসিনা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে তার ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা শুরু হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, সংবিধানে আছে জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য পদ শূণ্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন দিতে হবে। সেটা ১৮০ দিন কিভাবে হয়। আর এ ধরনের সংশোধনীর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, সংসদে এ সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি আছে বলে তারা যা খুশি তাই করবে তা হতে পারে না। তারা ক্ষমতায় ফিরে আসার নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে এই সংশোধনীর উদ্যোগ নিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ২০০১ সালে ভোট কারচুপি করে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসে। সে সময় প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বরতরা আওয়ামী লীগকে হারানোর জন্য বিএনপি-জামাতের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছে। ভোটের রেজাল্ট পাল্টে দিয়ে এরা ক্ষমতায় আসে। কারচুপি করে ক্ষমতায় আসে বলেই চুরি-লুট শুরু করে এরা। মোটকথা জাতীয়তাবাদী-জামাত পরিবার দেশটাকে লুটেপুটে খাচ্ছে। দেশকে দরিদ্র রাখা, মানুষকে শোষণ করা, অত্যাচার করা এ সরকারের কাজ।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। জিয়া সায়েমকে সরিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ক্ষমতাকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য সামরিক বাহিনীর বহু অফিসারকে হত্যা করেন, চাকরি থেকে বিতাড়ন করেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। আমরা গণতন্ত্রের জন্র লড়াই-সংগ্রাম করলেও '৯৬ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচন করে গণতন্ত্র নস্যাৎ করেন খালেদা জিয়া। আবারো ২০০১ সালে ভোট কারচুপি করে ক্ষমতায় এসে গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করছেন। এখন তারা জনগণেরআশা-আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করতে চায়। নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত থেকে জনগণকে অত্যাচার করছে। এ অবস্থায় দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সরকারের ষড়যন্ত্রের সকল কলাকৌশল ঠেকাতে হবে।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, মতিয়া চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের, মাহমুদুর রহমান মান্না, আবদুল মান্নান খান, বিএম মোজাম্মেল হক, নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন এমপি প্রমুখ।

জয়পুরহাটে ভয়াবহ সড়ক দূর্ঘটনা এবং মুম্বাইয়ে ভয়াবহ বোমা হামলার ঘটনায় শেখ হাসিনার শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা আজ এক শোক বিবৃতিতে গতকাল জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুরে রেলক্রসিংয়ে ট্রেন ও যাত্রীবোঝাই বাসের সংঘর্ষে ৩৩ জন বাসযাত্রী নিহত ও অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষ-শিশু গুরুতরভাবে আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন।

শোক বিবৃতিতে তিনি নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণদান এবং আহতদের সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা আজ অপর এক শোক বিবৃতিতে ভারতের মুম্বাইয়ে ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলায় দেড় শতাধিক নিরীহ জনসাধারণ মর্মান্তিকভাবে নিহত এবং শত শত মানুষ গুরুতরভাবে আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

তিনি নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সংসদে কথা বলতে বাধা দেওয়ায় আওয়ামী লীগের দুই দফা ওয়াকআউট

সংবিধান সংশোধনে সরকারের উদ্যোগ এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের বাড়ি সম্পর্কে কথা বলার পর্যাপ্ত সুযোগ না পেয়ে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সাংসদরা গতকাল মঙ্গলবার সংসদ থেকে দুই দফা ওয়াকআউট করেছেন।

আওয়ামী লীগের সাংসদ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, রাষ্ট্রপতি অসুস্থ ছিলেন, তাই বিরোধীদলীয় নেত্রী তাকে দেখতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সুস্থ হওয়ায় তাকে আর দেখার দরকার নেই। মোহাম্মদ নাসিম সরকারের সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, এর আগেও এক ব্যক্তির জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। তার বক্তব্য অসমাপ্ত থাকতেই স্পিকার মাইক বন্ধ করায় বিরোধীদলীয় সাংসদরা ক্ষুদ্ধ হয়ে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন।

সন্ধ্যায় মাগরিবের বিরতির পর আওয়ামী লীগের সাংসদরা অধিবেশন কক্ষে এসে আবারও পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলার সুযোগ চান। কিন্তু স্পিকার তাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করলে আওয়ামী লীগের সাংসদরা আবারও ওয়াকআউট করেন।

পরে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগের সাংসদরা বলেন, স্পিকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করে বিরোধী দলকে কথা বলতে দিচ্ছেন না। সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ একটি ষড়যন্ত্রের আলামত। তারা বলেন, যখন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের জন্য সংবিধান সংশোধনের দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে, তখন সেগুলো না করে নিজেদের স্বার্থে সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও মোহাম্মদ নাসিম।

শিক্ষকদের হরতাল অবরোধের হুমকি : সরকার নীরব

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘটের ৫ম দিনেও সরকারের কোন সাড়া না পেয়ে গতকাল শিক্ষক নেতারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার দাবি-দাওয়া মানতে ব্যর্থ হলে হরতাল ও রাজপথ অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি দিয়ে দেশকে অচল করে দেয়া হবে। তবে সরকার এখনও নীরব। গতকালও সুরাহার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলোতে গতকালও কোন ক্লাস হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে এসে ক্লাস করতে না পেরে ফিরে যাচ্ছে। স্কুলে ক্লাস না হওয়ায় বাড়িতেও তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আন্দোলন নিয়ে সরকারের অহেতুক নীরবতার কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘ সঙ্কটে পড়তে পারে বলে অভিভাবকরা আশঙ্কা করছেন।

এদিকে ধর্মঘটরত শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে গতকাল রাজধানী ঢাকা ছিল উত্তাল। বিভিন্ন সংগঠনের হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলসহ সমাবেশ করেছে। সকালে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের একটি মিছিল শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে শিক্ষা ভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশ

দোয়েল চত্বর মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলটিকে আটকে দেয়। সরকার সমর্থক দলগুলো বাদে দেশের প্রধান বিরোধীদলসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও এবার শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সরাসরি সমর্থন জানিয়েছে।

আন্দোলনের ৫ম দিনে গতকাল মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের লক্ষ্যে শতভাগ বেতন-ভাতাসহ ১০ দফা দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট এ বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। সমাবেশে জোটের চেয়ারম্যান সেলিম ভূঁইয়া, সংগঠনের মহানগর কমিটির আহ্বায়ক আবদুল গণি, মোহাম্মদ আলী, মাহবুবুর রহমান মোল্লা, মোহাম্মদ কলিমুল্লা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে ধর্মঘটরত শিক্ষক-কর্মচারীদের আরেক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ গতকাল সকালে সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে তাদের কঠোর অবস্থান বর্ণনা করে বলেন, সরকার যদি শিক্ষকদের দাবি মানতে ব্যর্থ হয় তবে আন্দোলনরত শিক্ষকরা রাজপথ অবরোধ, ঘেরাও ও হরতাল পালনের মতো কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে। নেতারা বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হচ্ছে, তার সিকিভাগ টাকা হলেই শিক্ষকদের দাবি পূরণ করা যায়। তারা বলেন, শিক্ষকরা রাজনীতি করে না, গদি দখলের জন্য আন্দোলন করে না। শিক্ষকদের রুটিরুজির দাবি পূরণে সরকার যদি গড়িমসি করে তবে বিগত দিনের সরকারগুলোর মতো এ সরকারকেও শিক্ষক সমাজ প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করবে না।

Z_¨mÎt ``wbK msev`, RjvB 12, 2006